গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

বৈদেশিক সহায়তা ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক চিত্র ২০১৫-২০১৬

বর্তমান সরকারের দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সম্পদ সরবরাহের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিনিয়োগ চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বৈদেশিক সহায়তা অপরিহার্য। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে মোট সরকারি বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা জিডিপি'র ৭.৩% নির্ধারণ করা হয়েছিল। জিডিপি'র ১.৮% নীট বৈদেশিক সহায়তা হতে সরকারের বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। সরকারের কার্যপ্রণালী বিধির আওতায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান ও সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার পথ-পরিক্রমায় বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হয়েছে; যা অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশলের ধারাবাহিক সাফল্যের প্রতিফলন । ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশ পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার জন্য সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী জিডিপি হার ৬.৫% হতে বৃদ্ধি করে ক্রমান্বয়ে ২০২০ অর্থবছরে ৮% এ পৌছাতে হবে (২০১৬ থেকে ২০২০ পর্যন্ত প্রতি অর্থবছরে গড়ে ৭.৪%)। সেজন্য বিনিয়োগও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ২০২০ অর্থবছরে জিডিপি'র ৩৪.৪ % হওয়া আবশ্যক, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিল ২৯.৪%। অধিকন্তু, ২০২০ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগের মধ্যে সরকারি বিনিয়োগের হারও জিডিপির ৮.০% হতে হবে। অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সম্পদ আহরণের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় বিনিয়োগ চাহিদা পূরণে বৈদেশিক সহায়তার আহরণ ও কার্যকর ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ২০১১-১২ হতে বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহণসহ অবকাঠামো ও সামাজিক খাতে বিনিয়োগ চাহিদা পূরণের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে।

২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত পাঁচ অর্থবছরে অর্জিত বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি (Commitment)-এর পরিমাণ ২৮.৭২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (যা গড়ে প্রতি অর্থবছরে ৫.৭৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। একই সময়ে বৈদেশিক সহায়তার ছাড়করণের (Disbursement) পরিমাণ ১৪.৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (যা গড়ে প্রতি অর্থবছরে ২.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমান)। উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি (Commitment) প্রথমবারের মতো ছয় বিলিয়ন ডলারের ল্যান্ডমার্ক অতিক্রম করেছে এবং বৈদেশিক সহায়তার ছাড়করণও (Disbursement) স্বাধীনতাত্তোরকালে সর্বোচ্চ।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সার্বিক কর্মকান্ডের অর্জনসমূহ নিম্নরুপ

বৈদেশিক সহায়তা **সংগ্রহ** (Foreign Aid Mobilization): বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ৬,৯৯৭.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে (Commitment)। এর মধ্যে অনুদান (grant) ও ঋণ (loan) এর পরিমাণ যথাক্রমে ৪৯৪.৮২ ও ৬,৫০৩.১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বৈদেশিক সহায়তার কমিটমেন্টের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল ৬,০০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার বিপরীতে কমিটমেন্ট অর্জিত হয়েছে ১১৬.৬৩%। আলোচ্য অর্থ বছরে উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী বিশ্বব্যাংক হতে সর্বোচ্চ বৈদেশিক

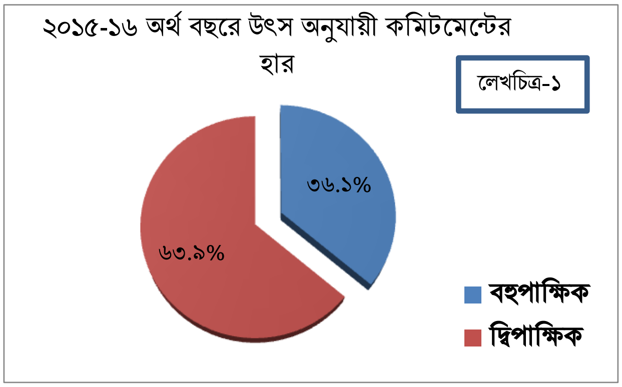

সহায়তার কমিটমেন্ট পাওয়া গেছে যার পরিমাণ ১,১৭৮.০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে ভারত হতে সর্বোচ্চ কমিটমেন্ট পাওয়া গেছে যার পরিমাণ ২,০০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৈদেশিক সহায়তার মোট কমিটমেন্টের সিংহভাগ দ্বিপাক্ষিক (Bilateral) সংস্থা হতে পাওয়া গেছে। বহুপাক্ষিক (Multilateral) ও দ্বিপাক্ষিক (Bilateral) উৎস হতে কমিটমেন্টের হার লেখচিত্র-১ দেখা যেতে পারে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বৈদেশিক সহায়তার জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে মোট ৮২ টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যার মধ্যে অনুদান চুক্তি ৪৮ টি এবং ঋণ চুক্তি ৩৪ টি। চুক্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিশিষ্ট-১-এ দেখা যেতে পারে।

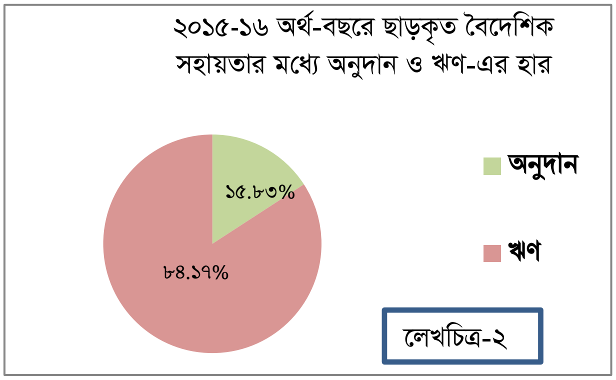

বৈদেশিক সহায়তা ছাড়করণ (Disbursement of Foreign Aid)**:** ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট বৈদেশিক সহায়তা ছাড়ের পরিমাণ ৩,৪৪৯.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোট ছাড়কৃত বৈদেশিক সহায়তার মধ্যে অনুদান ৫৪৬.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ঋণ ২,৯০৩.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোট ডিসবার্সমেন্টের মধ্যে ঋণ ও অনুদানের হার লেখচিত্র-২ এ দেখা যেতে পারে। আলোচ্য অর্থ বছরে বৈদেশিক সহায়তার ডিসবার্সমেন্টের লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত) ছিল ৩,৪১৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার বিপরীতে ১০১% ছাড় হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ছাড়কৃত বৈদেশিক সহায়তার মধ্যে ২,৩০৫.৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বহুপাক্ষিক এবং ১,১৪৪.১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দ্বিপাক্ষিক উৎস হতে পাওয়া গেছে। এ অর্থবছরে বিশ্ব ব্যাংক সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক সহায়তা ছাড় করেছে যার পরিমাণ ১,১৬০.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। দ্বিপাক্ষিক উৎসের মধ্যে হতে জাপান সর্বোচ্চ ৫৩২.৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক সহায়তা ছাড় করেছে। উন্নয়ন সহযোগী অনুযায়ী ডিসবার্সমেন্টের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-২ এ দেখানো হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ছাড়কৃত বৈদেশিক সহায়তার মধ্যে খাদ্য সাহায্য ও প্রকল্প সাহায্য এর পরিমাণ যথাক্রমে ৩১.৯১ ও ৩,৪১৮.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কোন বাজেট সাপোর্ট পাওয়া যায়নি এবং বিগত কয়েক বছরের ন্যায় এ বছরেও কোন পন্য সাহায্য ছাড় হয়নি। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরসহ বিগত কয়েকটি অর্থ বছরের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ডিসবার্সমেন্ট সম্পর্কিত তথ্য লেখচিত্র-৩ এ উপস্থাপন করা হলো।

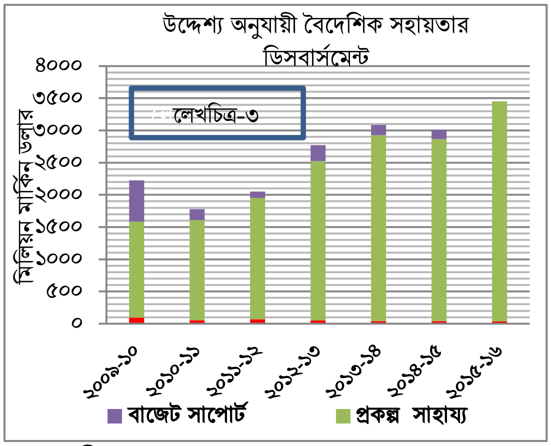

প্রাথমিক হিসাবে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের শেষে ছাড়যোগ্য বৈদেশিক সহায়তা (foreign aid in the pipeline)-এর পরিমাণ দাড়িয়েছে প্রায় ২২.২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে ২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরেই মোট ১৭.৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক সহায়তার কমিটমেন্ট পাইপ লাইনে যুক্ত হয়েছে যা আগামী ৪/৫ বছরের মধ্যে ছাড় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে বৈদেশিক সহায়তার ডিসবার্সমেন্ট সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত বিধায় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মদক্ষতার উপর ডিসবার্সমেন্ট বহুলাংশে নির্ভরশীল।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (Annual Development Programme)**:** বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) অর্থায়নে বৈদেশিক সহায়তার উপর নির্ভরশীলতা ক্রমহ্রাসমান হলেও এখনো উল্লেখযোগ্য অংশ বৈদেশিক সহায়তা হতে নির্বাহ করা হয়ে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এডিপি-এর আকার ছিল ৯৭,০০০ কোটি টাকা যার মধ্যে বৈদেশিক সহায়তার মোট পরিমাণ ছিল ৩৪,৯০০ কোটি টাকা যা মোট এডিপি আকারের ৩৫.৯৮%। এ বৈদেশিক সহায়তার মধ্যে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ ছিল ৩৪,৫০০ কোটি টাকা। সংশোধিত

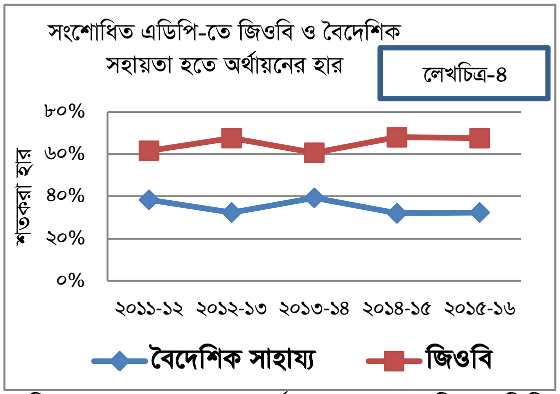

এডিপি আকার ৯১,০০০ কোটি টাকার মধ্যে বৈদেশিক সহায়তার অবদান ছিল ২৯,৪৮০ কোটি টাকা যা সংশোধিত এডিপি আকারের ৩২.৪০%। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ছিল ২৯,১৬০ কোটি টাকা। বিগত ৫ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি-তে জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তা হতে অর্থায়নের হারের তুলনামূলক চিত্র লেখচিত্র-৪ এ দেখানো হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ ছিল ৩৪,৫০০ কোটি টাকা (৪,৩১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প সাহায্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় এ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপি-তে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ ২৯,১৬০ কোটি টাকা (৩,৬৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) নির্ধারণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি-তে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ ছিল ২৪,৯০০ কোটি টাকা (৩,১৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। অর্থাৎ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি-তে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪.৬১%। উল্লেখ্য যে স্বাধীনতার পর থেকে এ যাবৎ সকল অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি-তে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ এডিপি'র তুলনায় হ্রাস পাচ্ছে। বিগত পাঁচ অর্থবছরের এডিপি ও আরএপিডি-তে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ লেখচিত্র-৫ এ প্রদর্শিত হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের মোট সংখ্যা ৩৭১ টি। যার মধ্যে কারিগরি সহায়তা (Technical Assistance) প্রকল্প ১৭৮ টি এবং বিনিয়োগ (Investment) প্রকল্প ১৯৩ টি। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দকৃত প্রকল্প সাহায্য ২৯,১৬০ কোটি টাকা। এর মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্পে ২৬,৯৫৩.৯২ কোটি টাকা এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্পে ১,৬৭৮.৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ৫২৭.৬৮ কোটি টাকা বিশেষ প্রয়োজনে বরাদ্দের জন্য থোক হিসাবে রাখা হয়েছিল।

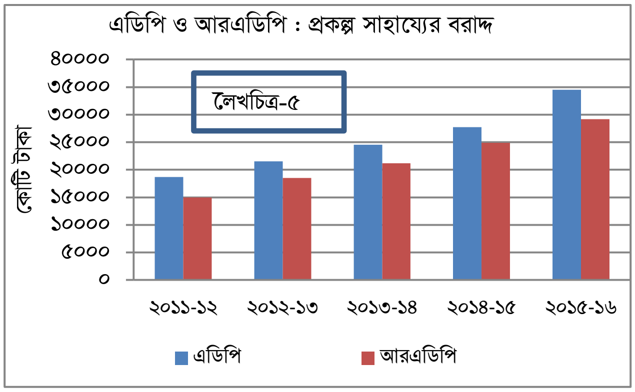

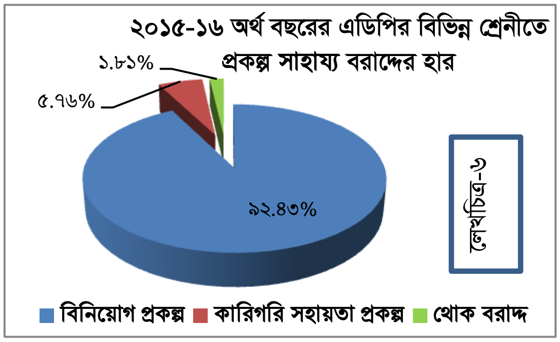

লেখচিত্র-৬ এ প্রকল্প সাহায্যের শ্রেণিভিত্তিক বরাদ্দের তুলনামূলক হার দেখা যেতে পারে। বিগত অর্থবছর সমূহের ন্যায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরেও ১৭ টি খাতে প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ দেয়া হয়। এ অর্থ বছরে বৈদেশিক সহায়তার সিংহভাগই পরিবহন ও বিদ্যুৎ সেক্টরের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে। লেখচিত্র-৭ এ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সর্বাধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত ৫টি সেক্টরের তথ্য দেখা যেতে পারে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী-তে সেক্টরভিত্তিক প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ পরিশিষ্ট-৩ এ দেখানো হলো। অন্যদিকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক বরাদ্দ বিবেচনায় বিদ্যুৎ বিভাগ সর্বাধিক ও স্থানীয় সরকার বিভাগ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রাপ্ত। পরিশিষ্ট-৪ এ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক বরাদ্দের তথ্য সংযুক্ত আছে।

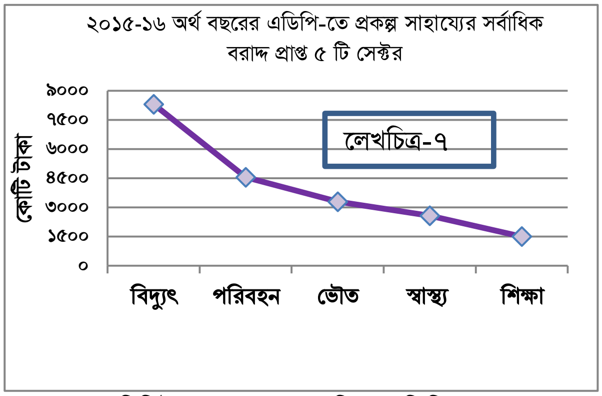

প্রকল্প সাহায্যের ব্যবহার বৃদ্ধিতে গৃহীত উদ্যোগ: এডিপি-ভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্রকল্প সাহায্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। বিগত কয়েক বছর থেকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উইং প্রধান পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে ত্রৈমাসিক ত্রিপক্ষীয় পোর্টফলিও সভা করা হচ্ছে। অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষর পরবর্তী অতিবাহিত সময়কালে বৈদেশিক সহায়তা ছাড়ের গতি বিবেচনায় slow moving প্রকল্প চিহ্নিত করা হয় এবং ত্রৈমাসিক ত্রিপক্ষীয় পোর্টফলিও সভায় পর্যালোচনা করা হয়। তাছাড়া সর্বাধিক বরাদ্দ প্রাপ্ত প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য সচিব পর্যায়ে দ্বিবার্ষিক এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী পর্যায়ে বার্ষিক সভা করা হয়ে থাকে। এ সকল উদ্যোগের পাশাপাশি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা চিহ্নিত ও তা দূরীকরণে এ বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক গৃহীত এ সকল উদ্যোগের ফলে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্রকল্প সাহায্য ব্যবহারের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাস্তবায়ন,পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী লেখচিত্র -৮-এ প্রকল্প সাহায্য ব্যবহারের তথ্য প্রদর্শিত হয়েছে।

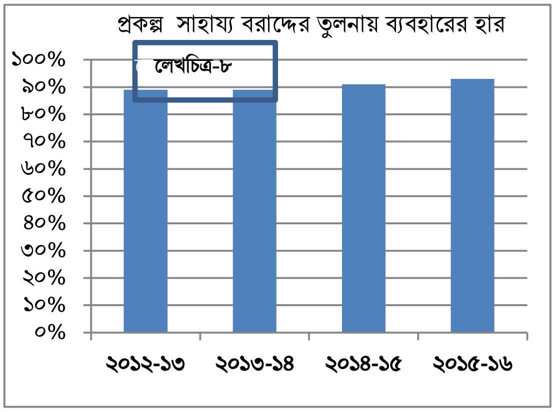

জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় প্রকল্পের বাস্তবায়ন গতিশীল করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ফাস্ট ট্র্যাক প্রজেক্ট মনিটরিং কমিটি এবং দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে ফাস্ট ট্র্যাক ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ফাস্ট ট্র্যাক প্রজেক্ট মনিটরিং টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মান প্রকল্প, মেট্রো রেল প্রকল্প, এলএনজি টার্মিনাল নির্মান প্রকল্প, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মান প্রকল্প, মাতারবাড়ি ২X৬০০মেঃ ওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিকাল কোল্ড ফায়ারড প্রকল্প, পায়রা সমুদ্র বন্দর প্রকল্প, পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প ও দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে ঘুমধুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ-এই দশটি প্রকল্পকে ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা বজায় রাখা ও নিয়ম বিরোধী পদক্ষেপ পরিবীক্ষণের জন্য কর্মপন্থা (modality) প্রণয়ণ করা হয়েছে।

বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা (External Debt Management)**:** অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সরকার কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক ঋণের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। ঋণ ব্যবস্থাপনার এ কাজটি সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে করার জন্য এ বিভাগে ১৯৯২ সাল হতে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন সফটওয়ার "ডেট ম্যানেজমেন্ট ফাইনানসিয়াল এনালাইসিস সিষ্টেম" (ডিএমএফএএস) ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বিশ্বমানে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে সরকার কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক ঋণের সিংহভাগই হলো মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ। সাধারণত মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (Medium and Long Term Debt) নমনীয় (concessional) প্রকৃতির হয়ে থাকে। বৈদেশিক উৎস হতে সরকারের গৃহীত ঋণ পরিশোধের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বৈদেশিক ঋণের নীট প্রবাহ বেড়েছে ৩১.৫১%। লেখচিত্র-৯ এ বিগত কয়েক বছরের নীট বৈদেশিক প্রবাহের তথ্য দেখানো হলো।

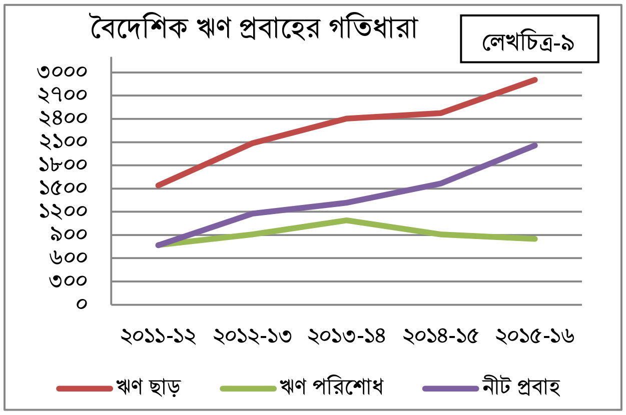

ঋণ পরিশোধ (Debt Servicing)**:** অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সরকার কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক ঋণের পরিশোধ কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ইআরডি বৈদেশিক ঋণের বিপরীতে সর্বমোট ১,০৫০.৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য

৮,২২৪.৮৩ কোটি টাকা বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের পরিশোধ করেছে। যার মধ্যে আসল ৮৪৮.৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য ৬,৬৪৩.১৪ কোটি টাকা এবং সুদ ২০২.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য ১,৫৮১.৬৯ কোটি টাকা । এ অর্থ বছরে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের বাজেট বরাদ্দ ছিল ১,০৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য ৮,৬০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ এ অর্থ বছরে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দ হতে ৩৭৫.১৭ কোটি টাকা কম ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর থেকে এ যাবৎ বাংলাদেশ যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কিস্তির পুনঃতফসিলকরণের জন্য বাংলাদেশের কখনো আবেদন করারও প্রয়োজন হয়নি।

ঋণ ধারণক্ষমতা (Debt Sustainability)ঃ বৈদেশিক ঋণের ধারণক্ষমতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কতিপয় সূঁচক (indicator) আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে অন্যতম ও অধিক প্রচলিত সূচকসমূহ হচ্ছে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি এবং বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের সঙ্গে দেশের জিডিপি, রপ্তানী আয়, রাজস্ব আয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ। এক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য ঋণের ধারণক্ষমতার সূচকের ঝুঁকি সীমা নির্ধারণ করেছে। ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের ধারণক্ষমতার সূচকের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ

সূচক / অর্থ বছর	বৈদেশিক ঋণের স্থিতি		বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	
	জিডিপি'র তুলনায়	রপ্তানী+রেমিটেন্স এর তুলনায়	রাজস্বের তুলনায়	রপ্তানী+রেমিটেন্স এর তুলনায়
২০১৪-১৫	১২.২৫%	৪৮.৬৮%	৫.৮৫%	২.২৩%
২০১৫-১৬	১১.৭৭%	৫৩.৪৯%	৪.৬২%	২.১৫%
আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত ঋণের ধারণক্ষমতার ঝুঁকি সীমা	৪০%	১৫০%	৩০%	২০%

উপরের সূচক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের ধারণক্ষমতা সর্বোচ্চ ঝুঁকি সীমার অনেক নিচে। অর্থাৎ এটি স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের ধারন ক্ষমতা সন্তোষজনক পর্যায়ে আছে। ঋণমান নির্ণয়কারী (credit rating) প্রতিষ্ঠান যথাঃ Moody's Investors Service (Moody's), Standard and Poor's (S&P), Ges Fitch Ratings-এর প্রকাশিত পর্যবেক্ষণেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের রিপোর্টে বাংলাদেশকে পর পর তিন বছর একই সর্বভৌম ঋণমান তালিকায় রেখেছে। এ রেটিং তালিকায় Moody's, S&P ও Fitch বাংলাদেশকে যথাক্রমে Ba3, BB- I ও BB মান প্রদান করে বাংলাদেশের ঋণমান পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল (stable) হিসাবে আখ্যায়িত করেছে।

অনমনীয় ঋণের ঝুঁকি হ্রাসে গৃহীত উদ্যোগঃ ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে অতিরিক্ত বিনিয়োগ চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা, ইউরোপ কেন্দ্রিক ঋণ জটিলতা ও পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নমনীয় ঋণের উৎস সংকুচিত হয়ে পড়েছে। আবার রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান সরকারের গ্যারান্টির বিপরীতে অনমনীয় ঋণ গ্রহণ করছে বিধায় বৈদেশিক ঋণের ঝুঁকি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কঠিন শর্তের ঋণের ঝুঁকি প্রশমনের জন্য international best practice-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রক্রিয়ায় ঋণের নমনীয়তা পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য ৩১ মে, ১৯৮০ তারিখে গঠিত হার্ড টার্ম লোন কমিটি বাতিলপূর্বক মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে 'অনমনীয় ঋণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (Standing Committee on Non-Concessional Loan)' গঠন করা হয়। যে সকল বৈদেশিক ঋণের grant element ৩৫% এর কম, সে সকল বৈদেশিক ঋণ এ কমিটিতে পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হয়। অনমনীয় ঋণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ৩০ টি অনমনীয় ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহ ও ব্যবহার এবং ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

- বৈদেশিক সাহায্যের কমিটমেন্ট-এর লক্ষ্যমাত্রা ৬,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাক্কলন করা হয়েছে;
- বৈদেশিক সাহায্যের ডিসবার্সমেন্ট-এর লক্ষ্যমাত্রা ৫,০৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাক্কলন করা হয়েছে;

- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি(এডিপি)-তে মোট ৩১৯টি (কারিগরি-১২৬টি + বিনিয়োগ-১৯৩টি) বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের অনুকূলে প্রকল্প সাহায্য বাবদ মোট ৪০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে;
- বৈদেশিক ঋণ ও ঋণের সুদ পরিশোধের জন্য ৯,৮৬৯ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।

নীতি ও পদ্ধতিগত সংস্কারমূলক কার্যক্রম

ফরেন এইড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (FAMS)

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট পাইপলাইন ও চলমান প্রকল্পসমুহ নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং বৈদেশিক সহায়তার ব্যবস্থাপনা গতিশীল করার জন্য ফরেন এইড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা FAMS নামক একটি ওয়েব-বেইজড এপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করা হচ্ছে। সফটওয়ারটির ট্রায়াল ভার্সন সম্পন্ন হয়েছে এবং ডাটা এন্ট্রির চলছে। ডিসেম্বর ২০১৬ এর মধ্যে এর পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু করা যাবে এবং জুন ২০১৭ এর মধ্যে সিস্টেমটি চালু করা যাবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। এ সিস্টেমে প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/এজেন্সি অনলাইনে সংযুক্ত হবে। বৈদেশিক সহায়তার আহরন ছাড় ও ব্যবহার পর্যবেক্ষন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নসহ বৈদেশিক সহায়তার সার্বিক ব্যবস্থাপনা এ সফ্টওয়্যরের মাধ্যমে করা সম্ভব হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়ণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে কাঠামো ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন করার জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কতিপয় প্রস্তাব প্রণয়ন করেছে। প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি অনুমোদনের পূর্বে ভূমি অধিগ্রহণ, প্রকল্পের বিভিন্নরূপ সমীক্ষা ও স্টাডিসহ প্রস্তুতিমূলক সকল কাজ সম্পাদনের জন্য ‘প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক কাজের চেকলিস্ট’ এবং ‘প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য অর্থ বরাদ্দের নীতি ও পদ্ধতি’ তৈরির প্রস্তাব উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন রয়েছে।

Aid Information Management System (AIMS)

এটি একটি ওয়েবভিত্তিক বৈদেশিক সহায়তা তথ্যের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। বাংলাদেশে আসা বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্তসমূহ AIMS ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা যায়। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, খাত বা অঞ্চল অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের প্রতিশ্রুত ও ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ AIMS এর মাধ্যমে জানা যায়। সিস্টেমটি ওয়েবভিত্তিক হওয়ায় বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে এই সিস্টেমে প্রবেশ করা যায়। AIMS এর সকল তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত। যেকেউ www.aims.erd.gov.bd ওয়েব পোর্টাল ব্যবহার করে বিশ্বের যেকোন জায়গা থেকে “পাবলিক ইউজার” হিসেবে সিস্টেমে প্রবেশ করে AIMS এ প্রদত্ত সকল তথ্য দেখতে পারে এবং তার প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন ধরনের প্রতিবেদন তৈরি করতে পারে। “Strengthening Capacity for Aid Effectiveness in Bangladesh” প্রকল্পের আওতায় “Aid Information Management System (AIMS)” সফটওয়ারটি তৈরি করা হয়।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম(বিডিএফ) ২০১৫ আয়োজনঃ গত ১৫-১৬ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে উচ্চ পর্যায়ের এই ফোরাম সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ফোরামে সরকারের প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি এবং সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। এ ফোরাম একটি উচ্চ পর্যায়ের প্ল্যাটফর্ম যেখানে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এজেন্ডাসমূহ বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারন করা হয়। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদনের পরপরই এ ফোরাম অনুষ্ঠিত হওয়ায় এবারের ফোরাম বিশেষ গুরুত্ব বহন করেছে। দুই দিনের এ ফোরামে অংশগ্রহণকারীগণ যথোচিত কাজ (decent job) এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগের বাধা দূরীকরণে আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধি, বেসরকারি খাতের জন্য পরিবেশ তৈরি, উন্নত অবকাঠামো নির্মাণ, সামাজিক সুরক্ষা জোরদারকরন, উন্নত মানব সম্পদ গঠন, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

গত ১৫ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম ২০১৫ উদ্বোধন করেন।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বৈদেশিক সম্পদ সংগ্রহের পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করে থাকে। বৈদেশিক সাহায্যের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে এ ধরণের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরাম এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন আলোচনাতেও এ বিভাগ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। এ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভার মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনের নিরিখে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হয়েছে।